আল-আমীন মুহাম্মাদ (محمد الأمين)

হিলফুল ফুযূল গঠন ও তার পরপরই যবরদস্ত কুরায়েশ নেতার কাছ থেকে বহিরাগত মযলূমের হক আদায়ের ঘটনায় চারিদিকে তরুণ মুহাম্মাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে মুখে তিনি ‘আল-আমীন’ অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও আমানতদার বলে অভিহিত হ’তে থাকেন। অল্পবয়স হওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম ধরে ডাকতো না। সবাই শ্রদ্ধাভরে ‘আল-আমীন’ বলে ডাকত।[1]

[1]. ইবনু হিশাম ১/১৯৮। প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আবুল হামসা বলেন, নবুঅত পূর্বকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কিছু

খরীদ করেছিলাম। সেখানে মূল্য পরিশোধে আমি কিছু বাকী রাখি। অতঃপর আমি তাকে ওয়াদা করি যে, এই স্থানেই আমি উক্ত মূল্য নিয়ে আসছি। পরে আমি বিষয়টি ভুলে যাই। তিন দিন পরে স্মরণ হ'লে আমি এসে দেখি রাসূল (ছাঃ) সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। তিন দিন ধরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় আছি' (আবুদাঊদ হা/৪৯৯৬)। হাদীছটি যঈফ (আলবানী, সনদ যঈফ; মা শা-'আ ২০ পৃঃ)।